এইসময় তিনি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীগুলিতে শিক্ষাদান করেছিলেন। এই কঠিন কাজে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন পবিত্র ক্রুশ সংঘের বেশ কয়েকজন নিবেদিত যাজক, যাঁরা এই সময় স্থানীয় ধর্মপল্লীতে কর্মরত ছিলেন। তারা হলেন স্বর্গীয় ফাদার রিক, সিএসসি, ফাদার রেমন্ড সুইটালিস্কী, সিএসসি, ফাদার গ্রেগরী স্টেগমায়ার, সিএসসি, ফাদার বার্গম্যান, সিএসসি এবং ফাদার লিও জে. সালিভান, সিএসসি। ফাদারের এই কাজে নাগরী ধর্মপল্লীর বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও শিক্ষক স্বর্গীয় নাইট ভিনসেন্ট রড্রিকস বিশেষভাবে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন। স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার জন্য তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মানুষ যখন বিষয়টি বুঝতে পারছিল তখন ধীরে ধীরে বেশ কয়েকটি ধর্মপল্লীতে খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল।

আজ আমরা মঠবাড়ীবাসীগণ অত্যন্ত গর্ব করে বলতে পারি যে ঢাকা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন স্থাপিত হবার পর ১৯৬২ সালে ২ জুন, মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিড ইউনিয়ন লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং এটি ছিলো ভাওয়ালের প্রথম খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন। যা অদ্যাবধি অত্যন্ত সফলভাবে এগিয়ে চলছে। এই সময় মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ছিলেন ফাদার বার্গম্যান, সিএসসি । শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস ইয়াং এর অক্লান্ত পরিশ্রম ও পালপুরোহিত ফাদার বার্গম্যান, সিএসসি - এর সহযোগিতায় মঠবাড়ী খিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন- এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল।

ভূমিকা বা অবদান:

আমরা আগেই জেনেছি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন স্থাপনের উদ্দেশ্য কী ছিল বা কেন এই ধরনের একটি সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়েছিল। আমরা আজ নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, শ্রদ্ধেয় ফাদার ইয়াং - এই উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছে। বাংলাদেশের খ্রীষ্টিয় জনসমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ যথেষ্ট ভালো একটি অবস্থানে আসতে পেরেছে। শুধুমাত্র খ্রীষ্টান জনসমাজ নয় এই সফল উদ্যোগ আরও অনেকের কাছেই অভিনন্দিত ও গৃহীত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে পেয়েছে স্বীকৃতি।

সুতরাং ক্রেডিট ইউনিয়নের বলিষ্ঠ অবদান আমরা সহজেই দেখতে পারি:

- যে কোন আর্থিক প্রয়োজনে আজ তাদের সুদখোর মহাজনের দ্বারস্ত হতে হয় না;
- নিজেদের উপার্জিত অর্থের সঠিক ব্যবস্থাপনা জনগণ করতে পারে; সে ধরনের সুযোগ তাদের জন্য রয়েছে।
- একটি সুষ্ঠ, সুন্দর ও সংগঠিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, কম সুদে বড় অংকের ঋণ তারা সহজ শর্তে পেতে পারে;
- যে কোন বড় বড় উন্নয়নমূলক কাজ যেমন; আবাসন, জমি ক্রয়, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদেশ গমন কিংবা ব্যবসা করা এসব কাজ সহেজই করতে পারছে;
- মানুষ সঞ্চয়মুখী হয়েছে;
- স্থানীয় সমাজে একতাবদ্ধ হবার সুযোগ হয়েছে;
- আদি খ্রীষ্টমণ্ডলীর ভাবধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে;
- স্থানীয় মানুষের মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশ ও অনুশীলনের সুযোগ হয়েছে;
- জাতীয় অর্থনীতিতে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন;
- অন্যদের কাছেও একটি অনুকরণীয় আদর্শ তুলে ধরতে পেরেছে;
- অনেকের কর্মসংস্থান হয়েছে;

অনাগত ভবিষ্যতের জন্য স্বপ্ন ও দিক নির্দেশনা:

আজকের উন্নতি ও অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার জন্য ভবিষ্যত স্বপ্ন ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা খুবই প্রয়োজন। ফাদার ইয়াং বলেছিলেন-

"আমাদের সঞ্চয়গুলো হলো ঘোড়া আর ঋণগুলো হলো গাড়ি। আমরা যেন কখনও ঘোড়ার আগে গাড়ি না জুড়ি। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, মিতব্যয়ী সমাজের সদস্যদেরকে এর ব্যবসা-বাণিজ্য বোঝার ও পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত করে তুললে যত দ্রুতগতিতে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয় তারচেয়ে অধিক দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করা তার পক্ষে আর কোন কিছুতেই সম্ভব হয় না।"